খারাপ সংস্পর্শের ক্ষতি

10/26/2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে আমার প্রতি বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে। **(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, বাবু মা'জা ফি ফদলিস সালাত..., ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)**

চারায়ে বেচার গাঁ পর হোঁ দরূদেঁ সদ হাজার, বে কসোঁ কে হামি ও গমখোয়ার পর লাখো সালাম।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০১ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **"ওয়াসায়িলে বখশিশ"** এর এই পংক্তির অর্থ হচ্ছে: নিঃস্ব ও অসহায়দের সাহায্যকারী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি হাজারো বার দরূদ এবং নিসঙ্গ ও সাহায্যপ্রার্থীদের সমর্থন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকারী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসৎ সঙ্গের পরিণতি

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সংকলন **"নেকীর দাওয়াত"** এর ২৩৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেন: পাঞ্জাবের এক মহল্লায় এক ধরনের অজানা দূর্গন্ধ (Bad-smell) অনুভূত হতে লাগলো, এলাকাবাসীরা অনেক খোঁজাখুজির পর কোথাও গিয়ে এই দুর্গন্ধের উৎস আবিষ্কার করলো, সেই দূর্গন্ধ একটি বদ্ধ ঘর থেকে আসছিলো। অতএব,

www.dawateislami.net

পুলিশকে খবর দেওয়া হলো। যখন পুলিশের উপস্থিতিতে লোকেরা তালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলো, তখন এটা দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেলো যে, খাটের উপর এক যুবকের লাশ পড়ে রয়েছে এবং এর কিছু অংশ পঁচে গিয়েছিলো আর সেখানে পোকা কিলবিল করছিলো। এই দৃশ্য দেখে শিশুরা সহ বেশ কয়েকজন বেহুশ হয়ে গেলো। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেলো, এই যুবকটি মজদুরী করার জন্য এই এলাকায় এসেছিলো, ভাড়া ঘরে থাকতো এবং কিছু জুয়াড়ীদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিলো। একদিন এই যুবক জুয়া খেলায় তার বন্ধুদের থেকে অনেক টাকা জিতে নেয়, হেরে যাওয়া জুয়াড়ী বন্ধুরা হারানো টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে এবং বিদ্যুতের শর্ক দিয়ে মেরে ফেলে, অতঃপর তাকে কবরস্থ না করে ঘরে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যায়। (নেকীর দাওয়াত ২৩৬ পৃষ্ঠা)

এ্যয় জুয়ারি তু জুয়ে চে বায আ', ওয়ারনা ফাঁস জায়ে গা জিস দিন তু মরা।
তু নশে চে বায আ' মত পি শরাব, দো জাঁহা হো জায়েঙ্গে ওয়ারনা খারাব।
হো গেয়া তুঝ চে খোদা নারায্ আগর, কবর সুন লে আ'গ চে জায়েগি ভর।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১৩,৭১৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! অসৎসঙ্গে চলাফেরা কিরূপ ধ্বংসের কারণ এবং অসৎসঙ্গে থাকা র্নিবোধের কিরূপ ভয়ানক পরিণতি হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে অসৎসঙ্গ মানুষকে একেবারে নিঃশেষ করে দেয়, অসৎ লোকের সংস্পর্শে থাকা যেন বিপদাপদ ও বালা-মুসিবতের দরজা খুলে দেয়। অনেক সময় এই অসৎ বন্ধুরা নিজেদের স্বার্থেই আপন সাথীরই প্রাণের শত্রুতে পরিনত হয়ে, এর মতো জীবিত থাকার অধিকারই ছিনিয়ে নেয় এবং মারাত্মক কষ্ট দেয়ার পর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় আর এমনিভাবে অসৎ বন্ধুদের সহচর্য অবলম্বনকারী সমাজে দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র হয়ে যায়। এখনই আমরা জুয়াড়ীদের সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তির শিক্ষনীয় মৃত্যুর ঘটনা শ্রবণ করলাম, আমাদের উচিৎ যে, অসৎ বন্ধু বিশেষকরে জুয়াড়ীদের মন্দ সহচর্য থেকে দূরে থাকা। কেননা, জুয়ার আপদে লিপ্ত ব্যক্তিরা নিজের পরিশ্রমে অর্জিত সকল পুঁজি লুটিয়ে দেয়ার পাশাপাশি অশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে, যেমনটি

www.dawateislami.net

জুয়ার ইহকালিন বিভিন্ন ক্ষতি

তাফসীরে সীরাতুল জিনান ৩য় খন্ডের ২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, (১) জুয়ার কারণে জুয়াড়ীদের মনে হিংসা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং অনেক সময় তা হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (২) জুয়ার কারণে ধনী ব্যক্তি মুহুর্তেই গরীব ও দারিদ্যতার শিকার হয়ে যায়, আনন্দঘন পরিবার করুণ দৃশ্য উপস্থাপন করতে থাকে, স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি পানাহারেরও অভাবী হয়ে যায়, সমাজে তার সৃষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সমাজে তার কোন গুরুত্ব ও সম্মান অবশিষ্ট থাকে না। (৩) জুয়াড়ী লাভের লালসায় অধিকহারে ঋণ করতে থাকে এবং কখনো কখনো চড়া সূদে ঋণ নিতেও বাধ্য হয়ে যায় এবং যখন সে ঋণ শোধ করতে পারে না বা তাকে কেউ ঋণ দেয় না তখন চুরি ডাকাতি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যায়, এমনকি জুয়াড়ীরা চতুর্দিকে বিপদের মাঝে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যায় যে, অবশেষে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়ে যায়। (সীরাতুল জিনান, ৩/২৪)

আসুন! জুয়ার নিন্দা সম্পর্কীত **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি নরদ শের (জুয়ার একটি খেলা) খেললো তবে সে যেন নিজের হাত শুয়োরের মাংস ও রক্তে ডুবিয়ে দিলো।

(মুসলিম, কিতাবুল শাআর, বাবু তাহরীমিল লুআব বিল নরদ শের, ৯৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৬০)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি জুয়া খেলে অতঃপর নামায পড়তে উঠে, তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে পুঁজ এবং শুয়োরের রক্ত দ্বারা অযু করে নামায পড়তে দাঁড়ালো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, আহাদীসে রিজালু মি আসহাবিন নবী, ৯/৫০, হাদীস: ২৩১৯৯)

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জুয়া এবং জুয়াড়ীদের থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুক এবং ভাল লোকের সংস্পর্শ থেকে নিজের জীবনকে নেকীতে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য হচ্ছে যে, **এক বাঙ্গিকে দেখেই অপর বাঙ্গি রঙ ধারণ করে**। ব্যস সংস্পর্শেরও কিছুটা এমনি প্রভাব হয়ে থাকে যে,

www.dawateislami.net

যেমন সংস্পর্শ তেমনই প্রভাব। কেননা, اَلصُّحْبَةُ مُؤَثِّرَةٌ অর্থাৎ সঙ্গ তার প্রভাব রেখে যায়। যে সৌভাগ্যবানের উত্তম সংস্পর্শ নসীব হয়ে যায় তবে তার তো তরী পার হয়ে যায় যে, উত্তম সংস্পর্শের বরকতে তার মাঝেও ভাল স্বভাব প্রকাশ পেতে থাকে এবং মন্দ স্বভাব থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, আমলের প্রেরণা নসীব হয়ে যায় এবং সে সমাজে একটি আলাদা মর্যাদা অর্জন করে নেয়, কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে যদি কেউ مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অসৎসঙ্গে চলে যায় তবে মনে করুন যে, তার অধঃপতনের দিন শুরু হয়ে গেছে। কেননা, অসৎসঙ্গের প্রভাব খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে, নেক চরিত্র এবং সহজ সরল মানুষকে অসৎসঙ্গ সুউচ্চ স্থান থেকে একেবারে গভীর খাদে নিক্ষেপ করে দেয়, গুনাহ বৃদ্ধি এবং সমাজের অধঃপতনে খারাপ বন্ধুরাই মূলত দায়ী হয়ে থাকে, তাদের সাথে চলাফেরাকারীরাও একদিন তাদের রঙে রঙিন হয়ে যায় এবং সমাজের অধঃপতনের কারণ হয়ে যায়।

বন্ধুত্ব কার সাথে করা উচিৎ, কার সাথে নয়?

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: এমন বিষয়ে লিপ্ত হয়ো না, যা তোমার জন্য উপকারী নয় এবং শত্রু থেকে দূরে থেকো আর বন্ধু থেকে বেঁচে থেকো কিন্তু যদি সে আমানতদার হয়। কেননা, আমানতদারের সমকক্ষ কেউ হতে পারে না এবং গুনাহগারের সাথে থেকো না। কেননা, সে তোমাকে গুনাহ শিখাবে আর তার সামনে গোপন কথা বলো না। আর নিজের কাজকর্মে তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করো, যে **আল্লাহ্ তায়ালা**কে ভয় করে। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু হিফযুল লিসান, ফদলিল সুকুত আমালা ইয়া'নাইহু, ৪/২৫৭, হাদীস: ৪৯৯৫)**

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: ফাজির (প্রকাশ্যে গুনাহ সম্পাদনকারী) এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না। কেননা, সে নিজের কাজকে তোমার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করবে এবং সে চাইবে যে, তুমিও তার মতো হয়ে যাও আর নিজের নিকৃষ্ট কুঅভ্যাসকে ভালভাবে দেখাবে, তোমার নিকট তার আসা যাওয়া দোষনীয় এবং লজ্জার কারণ এবং অপদার্থের সাথেও বন্ধুত্ব করো না। কেননা, সে নিজেকে কষ্টে নিক্ষেপ করবে এবং তোমাকে কোনরূপ উপকৃত করবে না আর কখনো এটাও হতে পারে যে, তোমার

www.dawateislami.net

উপকার করতে চাইলো কিন্তু ক্ষতি (Loss) করে বসলো, তার চুপ থাকা বলা অপেক্ষা উত্তম, তার থেকে দূরত্ব নৈকট্য থেকে উত্তম এবং (তার) মৃত্যু বেঁচে থাকা থেকে উত্তম। মিথ্যুক ব্যক্তির সাথেও বন্ধুত্ব করবে না। কেননা, তার সঙ্গ তোমাকে উপকৃত করবে না, তোমাদের কথা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে এবং অপরের কথা তোমাদের কাছে নিয়ে আসবে আর যদি তুমি সত্য বলে থাকে তবুও সে সত্য বলবে না। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৪২/৫১৬)

হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি কুকুরকে হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পেছনে পেছনে চলতে দেখে বললাম: হে আবু ইয়াহিয়া! আপনার সাথে এটি? বললেন: এটি (কুকুর) অসৎ বন্ধু থেকে উত্তম। (মু'জামু আওসাত, ১/১৯২, হাদীস: ৬৪১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! অসৎ বন্ধু দুনিয়া ও আখিরাতে কিরূপ ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং নিরাপত্তা হলো এতেই যে, আমরা যেন অসৎ লোকের ছায়া থেকেও দূরে থাকি। কেননা, এমন যেন না হয়, অসৎ লোকের সংস্পর্শে থাকার কারণে মানুষ আমাদের সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরণের কথা বলবে এবং আমাদেরকেও খারাপ উপাধী দ্বারা ডাকবে। আসুন! অসৎসঙ্গের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য এর নিন্দা সম্বলিত **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি এবং এর থেকে অর্জিত উপদেশের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: খারাপ বন্ধু থেকে বেঁচে থেকো। কেননা, সে জাহান্নামের একটি টুকরো, তার ভালবাসা তোমাকে উপকৃত করবে না এবং সে তোমার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবে না। (ফিরদাউসুল আখবার, ১/২২৪, হাদীস: ১৫৭৩)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: মন্দ সাথী হথে বেঁচে থেকো। কেননা, তুমি তার সাথী হিসেবে পরিচিত হবে। (তারিখ ইবনে আসাকির, আল হুসাইন বিন জাফর বিন মুহাম্মদ বিন হামদান..., ১৪/৪৬)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: এ অবস্থায় সকাল করো যে, হয়তো তুমি আলিম হও অথবা ছাত্র বা আলিমের কথা শ্রবণকারী, কিংবা আলিমের সাথে ভালবাসা পোষণকারী এবং পঞ্চমটি হয়ো না। কেননা, ধ্বংস হয়ে যাবে। (কাশফুল খিফা, হাদীস: ৪৩৭, ১/১৩৪)

www.dawateislami.net

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: ভাল ও মন্দ সাথীর উদাহরণ মুশক (এক প্রকার উচ্চমানের আতর) সংগ্রহকারী ও চুল্লী প্রজ্জলিতকারীর ন্যায়, মুশক ওয়ালা তোমাকে মুশকের ন্যায় সুগন্ধ দেবে বা তুমি তার কাছ থেকে কিনে নেবে এবং কিছুই করলে না তবুও সুগন্ধি তো পাবে আর চুল্লী প্রজ্জলিতকারী তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে বা তুমি তা থেকে দূর্গন্ধ পাবে। (বুখারী, কিতাবুল বি'ওয়া, বাবু ফিল আতার ওয়া বি'উল মুশক, ২/২০, হাদীস: ২১০১)

হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ কিরূপ পবিত্র উদাহরণ, যার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, অসৎসঙ্গ উপকার এবং সৎসঙ্গ ক্ষতি কখনোই করতে পারে না, চুল্লী প্রজ্জলনকারী থেকে মুশকের সুগন্ধি পাওয়া যাবে না, গরম ও ধোঁয়াই পাওয়া যাবে, মুশক ওয়ালার নিকট না গরম, না ধোঁয়া, সর্বদা মুশক বা সুগন্ধিই পাওয়া যাবে। (হাদীসে পাকের এই অংশ **"মুশক ওয়ালা তোমাকে মুশকের ন্যায় সুগন্ধ দেবে বা তুমি তার থেকে কিনে নেবে এবং কিছুই করলে না তবুও সুগন্ধি তো পাবে"** এর ব্যাখ্যায় মুফতী সাহেব বলেন:) এটা হচ্ছে নগন্য লাভের উল্লেখ মাত্র, মুশক কিনে নেয়া বা তার ফ্রিতেই দিয়ে দেয়া হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের লাভ, যা থেকে সর্বদা উপকারীতাই অর্জিত হতে থাকবে এবং শুধুমাত্র সুগন্ধি অর্জন করে নেয়া হচ্ছে নগন্য লাভ। মনে রাখবেন যে, আবু জাহেল হচ্ছে রাসূলের শত্রু, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট উপস্থিতই হয়নি, সেখানকার উপস্থিতি ভালবাসা দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে। (হাদীসে পাকের এই অংশ **"এবং অপরজন তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে বা তুমি তা থেকে দূর্গন্ধ পাবে"** এর ব্যাখ্যায় মুফতী সাহেব বলেন:) এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য হলো যে, যথাসম্ভব অসৎসঙ্গ থেকে বেঁচে থেকো। কেননা, এরা দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংস করে দেয় এবং সৎসঙ্গ অবলম্বন করো। কেননা, এর দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া সজ্জিত হয়ে যাবে। সাপের সঙ্গ প্রাণ নেয়, অসৎ বন্ধুর সঙ্গ ঈমান নষ্ট করে দেয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৯১)

চাঙ্গে বান্দে দী সুহবত ইয়ারো জিওয়ায়ে দুকান আত্তারাঁ, সওদা ভাওয়ে মূল না লাইয়ে হুল্লে আ'ন হাজারাঁ।
বুরে বান্দে দী সুহবত জিওয়ায়ে দুকান লোহারাঁ, কাপড়ে ভাওয়ে গুঞ্জ গুঞ্জ বাইয়ে চিঙ্গা পাইন হাজারাঁ।

অর্থাৎ সৎ ব্যক্তির সঙ্গ আতরের দোকানের ন্যায়, যেখান থেকে মানুষ যদি কিছুই না কিনে তবু সে সুগন্ধ তো পেয়েই যায় এবং অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ কামারের দোকানের ন্যায়, যেখানে নিজের কাপড়কে যতই সামলিয়ে রাখুন না কেন, আগুনের স্ফুলিঙ্গ তার নিকট পৌঁছেই যায়।

www.dawateislami.net

অসৎ সঙ্গ ঈমান ধ্বংসের কারণ

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি মদ্যপায়ীদের সংস্পর্শে বসেছিলো, যখন তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো, তখন কেউ তাকে কলেমা শরীফ পাঠ করার জন্য বললো, তখন সে বলতে লাগলো: তুমি পান করো এবং আমাকেও পান করাও। مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কলেমা না পড়েই সে মরে গেলো (যেখানে মদ্যপায়ীদের সংস্পর্শের এই অবস্থা, সেখানে মদ পান করার কি অবস্থা হবে!) একজন তাস খেলোয়াড়কে মৃত্যুর সময় কলমা শরীফ পাঠ করার জন্য বলা হলে সে বলতে লাগলো: তোমার বাদশাহ, একথা বলতেই তার প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেলো। (কিতাবুল কাবাইর, ১০৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, সৎ সঙ্গ গ্রহণ করাতে উপকারীতাই উপকারীতা রয়েছে, আর অসৎসঙ্গ গ্রহণ করাতে দ্বীন ও দুনিয়ার নিশ্চিত ক্ষতিই ক্ষতি রয়েছে। কেননা, অসৎ সঙ্গ মানুষের ঈমানকেও নষ্ট করে দেয়, সাধারণত মানুষেরা প্রাণনাশী, ভয়ঙ্কর এবং বিষাক্ত প্রাণী, কীট পতঙ্গ এবং ভয়ানক বস্তুকে তো ভয় পায় এবং তা থেকে বাঁচতে সফলও হয়ে যায় আর বিপদজনক (Dangerous) স্থানের নিকট দিয়েও যায় না, কিন্তু আফসোস! ধ্বংসযজ্ঞতায় ভরপুর অসৎসঙ্গের পিছু ছাড়ানো খুবই কঠিন মনে করা হয়, আহ! অসৎ সঙ্গের অমঙ্গল এমনভাবে বিস্তার করেছে যে, ইবাদতে মন লাগে না। মানুষ তার অধিকাংশ কাজ করার পূর্বে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা এবং নিজের লাভ দেখার পরই অগ্রসর হয়ে থাকে, কিন্তু কারো সঙ্গ গ্রহণ করার সময় এই বিষয়ে একেবারেই ভাবে না যে, সে আমার জন্য উপকারী হবে কি না। যাইহোক, কাউকে বন্ধু বানানোর পূর্বে **১১২**বার ভেবে নেয়া আবশ্যক, যেন পরে কোনরূপ আফসোস করতে না হয়, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় বাণী হচ্ছে: اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ অর্থাৎ মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপরই হয়ে থাকে, তার এটা দেখা উচিৎ যে, কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।

(মুনাদে ইমাম আহমদ, ৩/১৬৮, হাদীস: ৮০৩৪)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কারো সাথে বন্ধুত্ব করার পূর্বে তাকে যাচাই করে নাও, সে কি **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত কি না, **রব তায়ালা** ইরশাদ করেন: وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১১৯)

www.dawateislami.net

সুফীয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: মানুষের প্রকৃতিতে (Nature) "اَخْذ" অর্থাৎ নিয়ে নেওয়ার বৈশিষ্ট রয়েছে। লোভীর সংস্পর্শে লোভ, ইবাদতকারীর সংস্পর্শে ইবাদত ও খোদাভীতি নসীব হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৯৯)

হো আখলাক আচ্ছা হো কিরদার সুতরা, মুঝে মুত্তাকী তু বানা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, বন্ধুত্বের বিষয়ে যে কারো প্রতি অন্ধ বিশ্বাস না করা এবং না তাদের সংস্পর্শে বসা, যাদের চরিত্র পূর্বে থেকেই বিভিন্ন ধরনের মন্দ স্বভাবে পরিপূর্ণ। কেননা, বিভিন্ন ধরনের মন্দ স্বভাবে লিপ্ত লোকদের যখন খারাপ সময় আসে তখন তার সাথে সম্পর্কীতরাও অনেক সময় এতে জড়িয়ে যায়। আসুন! এই বিষয়টি বুঝার জন্য একটি কাহিনী শ্রবন করি:

ইঁদুর ও ব্যাঙের বন্ধুত্ব

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর জগত বিখ্যাত সংকলন "**নেকীর দাওয়াত**" এর ৩১১ পৃষ্ঠায় বলেন: আরেফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা রূম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অসৎ সঙ্গের ক্ষতিকর দিক বুঝাতে গিয়ে বলেছেন: হঠাৎ একদিন এক নদীর তীরে এক ব্যাঙের সাথে এক ইঁদুরের সাক্ষাৎ হয়, তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, ইঁদুরটি বললো: তুমি তো পানির গভীরে থাকো, যেখানে আওয়াজ পর্যন্ত পৌঁছায় না, কখনও যদি তোমার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে হয়, তবে তুমি তা কীভাবে বুঝবে? অবশেষে তারা দুজন এ সিদ্ধান্তে এলো যে, একটি দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হবে ইঁদুরের পায়ে আর অপর প্রান্ত বাঁধা হবে ব্যাঙের পায়ে, প্রয়োজনে যাতে তারা একে অপরকে সংবাদ আদান প্রদান করতে পারে। যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ, এমনই হলো, একদিন হঠাৎ একটি কাক ইঁদুরটিকে ছোঁ মেরে মুখে নিয়ে উড়াল দিলো, দড়ির সাথে বাঁধা থাকার কারণে ব্যাঙটিও ইঁদুরটির সাথে খোলা বাতাসে আকাশ পানে চলে যেতে লাগলো, ব্যাঙটি মনে মনে বললো: এটি ইঁদুরটির মতো অপদার্থের সাথে বন্ধুত্ব করার শাস্তি! বুঝা গেলো, অনুপযুক্ত ও মন্দ লোকের সংস্পর্শের কারণে অনেক বিপদ চলে আসে।

www.dawateislami.net

এ্যয় ফুগাঁ আজ ইয়ারে না'জিন্‌স এ্যয় ফুগাঁ, হামনশিনে নেক জুইদ এ্যয় মেহমাঁ।

(ফরিয়াদ হচ্ছে! অযোগ্য বন্ধুদের নিকট আবেদন। হে বন্ধুরা! নেককার সাথীর সন্ধান করো) (মসনভী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৬, ২৬৭, ২৮৫)

বদ মাযহাবীদের সঙ্গ হচ্ছে প্রাণনাশক বিষ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, অপদার্থ লোকের সঙ্গ একেবারে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে দেয় বরং অনেক সময় এর অমঙ্গল **"আমি তো ডুবেছি, তোমাকে নিয়েই ডুববো"** এর ন্যায় অপরকেও ধ্বংসের গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে দেয়। মনে রাখবেন! যেমনিভাবে মদ্যপায়ী, জুয়াড়ী এবং গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে চলাফেরা করা অধঃপতনের কারণ, তেমনিভাবে বদমাযহাবীদের সাথে মেলামেশা করা, তাদের বয়ান শুনা, কিতাব পাঠ করা, তাদের অডিও (Audio) শুনা, ভিডিও (Video) দেখা বা অপর কাউকে শেয়ার (Share) করা, তাদের সাথে পানাহার করা বা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করাও ঈমানের জন্য প্রাণনাশক বিষ তুল্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞতার কারণ। আফসোস! আজকাল অনেক নির্বোধ, বদ মাযহাবীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এরূপ বলতে শুনা যায় যে, আমাদের কেউ সরাতে পারবে না, আমরা খুবই শক্তিশালী (Strong), আমরাতো তার সাথে এই জন্যই সম্পর্ক করেছি, যেন তাকে আমাদের মতো বানিয়ে নিতে পারি, এভাবেই অনেক নির্বোধ নফসের প্রশান্তির জন্য বদ মাযহাব নারীকে বিয়ে করে এবং একথাই বলে যে, আমি তাকে এই জন্যই বিয়ে করেছি, যেন তাকেও আমাদের রঙে রাঙিয়ে তুলতে পারি, এরূপ কিছু নির্বোধ পরিবার এমনও রয়েছে, যারা শুধু দুনিয়াবী উন্নত শিক্ষার জন্য নিজের কচি সন্তানকে বদ মাযহাব শিক্ষকের সমর্পণে দিয়ে দেয় এবং অবশেষে এই সন্তানই বড় হয়ে বদ মাযহাবীত্ব অবলম্বন করে। এমন লোকদের উচিৎ যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, যেমনটি আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অন্য মাযহাবীদের (নারী ও পুরুষ) সহচর্য হচ্ছে আগুন তুল্য, জ্ঞানী, বিবেক সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মাযহাবও তাদের কারণে বিগড়ে গেছে। ইমরান বিন হাত্তান রাকাশী এর গল্প প্রসিদ্ধ রয়েছে, সে তাবেঈনের যুগে একজন বড় মুহাদ্দীস

www.dawateislami.net

ছিলো, বদ মাযহাব মহিলাকে বিয়ে করে তার সংস্পর্শে থেকে مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ নিজেও বদ মাযহাব হয়ে গেছে এবং সে এই দাবী করতো যে, (তাকে বিয়ে করে) সুন্নি বানাতে চায়। যখন সংস্পর্শের এই অবস্থা (যে, এত বড় মুহাদ্দীস পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো) তখন (বদ মাযহাবকে) শিক্ষক বানানো কতবড় নিকৃষ্ট কাজ হবে। কেননা, শিক্ষকের প্রভাব অনেক বেশী এবং দ্রুত হয়ে থাকে, তবে অন্য মাযহাবের মহিলার (বা পুরুষের) সমর্পনে বা শিষ্যত্বে নিজের সন্তানকে সেই দিবে, যে নিজেরই দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং নিজের সন্তান বদ মাযহাব হয়ে যাওয়াতে ভ্রুক্ষেপ করে না।

(সীরাতুল জিনান, ৭/২০)

মুঝে দেয় দেয় ঈমান পর ইস্তিকামত, পায়ে সায়্যিদে মুহতাশাম ইয়া ইলাহী!
খোদায়া বুরে খা'তেমে চে বাচানা, পড়োঁ কলেমা জব নিকলে দম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **তাফসীর সীরাতুল জিনান** ৩য় খন্ডের ১৩৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: বদ মাযহাবীদের মাহফিলে যাওয়া এবং তাদের বয়ান শুনা নাজায়িয ও হারাম এবং নিজেকে বদ মাযহাবীত্ব ও পথভ্রষ্টায় নিক্ষেপকারী কাজ। তাদের বয়ান কোরআনের আয়াত সম্বলিত হোক বা হাদীসে মুবারাকা সম্বলিত, ভাল কথাগুলো গ্রহণ করার নিয়্যতেও তা শুনা কখনোই জায়িয নয়। প্রায় সকল পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই নিজের বয়ানে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার আড়ালে অবশ্যই কিছুনা কিছু তাদের বদ মাযহাবীত্ব মতবাদও মিলিয়ে দেয় এবং খুব বেশি সম্ভাবনা বরং ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত যে, সেই কথা বয়ান শ্রবনকারীর মনে গেঁথে গিয়ে তার মস্তিষ্কে স্থান করে নেয়। এই কারণেই পথভ্রষ্ট ও বেদ্বীনের বয়ান ও আলোচনা শ্রবনকারী সাধারণত নিজেও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। আমাদের বুযুর্গরা নিজের ঈমান সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতেন, সুতরাং তারা আকিদায় খুবই দৃঢ় থাকার পরও কোন বদ মাযহাবের কথা শ্রবণ করাকে কখনো গ্রহণ করেননি, যদিওবা তারা শতবারও মনে করিয়ে দিয়ে আসে যে, শুধুমাত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকেই বয়ান করবো।

www.dawateislami.net

অর্ধেক শব্দও শুনলেন না

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই বিষয়ে বুযুর্গদের আমলকে উদ্ধৃত করে বলেন: আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর শিষ্য (হযরত) সায়্যিদুনা সা'আদ বিন জুবাইর এর সাথে পথে একজন বদ মাযহাবের সাক্ষাৎ হলো। বললো: কিছু আরয করতে চাই। বললেন: আমি শুনতে চাই না। আরয করলো: একটি বাক্য। (তিনি) বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্টাঙ্গুল একত্র করে বললেন: "وَلَا نِصْفَ كَلِمَةٍ" অর্থাৎ অর্ধেক শব্দও নয়। লোকেরা আরয করলো: এর কারণ কি? বললেন: সে হলো তাদেরই দলভূক্ত অর্থাৎ পথভ্রষ্ট।

সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে সীরিনের বদ মাযহাবীদের প্রতি ঘৃণা

(এমনিভাবে) ইমাম মুহাম্মদ সীরিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট দু'জন বদ মাযহাব লোক এলো। আরয করলো: কিছু **আল্লাহ্ তায়ালা**র আয়াত আপনাকে শুনাই! বললেন: আমি শুনতে চাই না। আরয করলো কিছু হাদীসে **নববী** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام শুনাই! বললেন: আমি শুনতে চাই না। তারা জোরাজোরি করলো। বললেন: তোমরা দু'জন চলে যাও নয়তো আমি চলে যাচ্ছি। অবশেষে তারা চলে গেলো। লোকেরা আরয করলো: হে ইমাম! আপনার কি সমস্যা ছিলো, যদি তারা কিছু আয়াত বা হাদীস শুনাতো? বললেন: আমি ভয় করেছি যে, তারা আয়াত ও হাদীসের সাথে নিজেদের কিছু মতবাদী ব্যাখ্যা লাগিয়ে দেবে এবং তা আমার অন্তরে গেঁথে যাবে তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।

(আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই ঘটনা উদ্ধৃত করার পর) বলেন: আয়িম্মাদের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) তো এই ভয় এবং সাধারণের তো এরূপ সাহস وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ। দেখো! নিরাপত্তার পথ তাই যা তোমাদেরকে তোমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اِيَّاكُمْ وَ اِيَّاهُمْ لَايُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ" তাদের (বদ মাযহাবীদের) থেকে দূরে থাকো এবং তাদেরকে নিজেদের থেকে দূরে করো, যেন তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে, যেন তোমাদের ফিতনায় ফেলতে না পারে। দেখো! মুক্তির পথ তাই যা তোমাদের **রব তায়ালা** ইরশাদ করেছেন:

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾

(পারা ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর স্মরণে আসতেই যালিমদের নিকট বসো না।

www.dawateislami.net

ভূলে তাদের কারো সাথে বসে গেলে তবে স্মরণ আসতেই দ্রুত দাড়িঁয়ে যাও।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/১০৬,১০৭)(সীরাতুল জিনান, ৩/১৩৪)

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বে-আদবোঁ চে, অউর মুঝ চে ভি সরযদ না কাভী বে আদবী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

১২টি মাদানী কাজের একটি হলো; "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! অসৎসঙ্গ নিজের মাঝে কিরূপ ধ্বংসযজ্ঞতা জমা করে রাখে যে, যা বড় বড় মনীষিদেরও সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়, সুতরাং বুদ্ধিমানের উচিৎ যে, তারা যেন দ্বীনি এবং দুনিয়াবী জ্ঞান বিজ্ঞানের ডিগ্রি অর্জন করা এবং এতে অভিজ্ঞ হওয়ার পরও নিজের নফসের প্রতি বিশ্বাস (Trust) না করে আর সর্বদা বদ মাযহাব ও অসৎ লোকের সঙ্গ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে এবং সর্বদা সৎ লোকেরই সঙ্গ অবলম্বন করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ সৎসঙ্গ পাওয়ার একটি উত্তম উপায়, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি মাদানী কাজে লিপ্ত থাকা। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "**প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**"য় পড়ানো বা পড়া।

❀ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করা নসীব হয়। ❀ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** নামায, অযু এবং গোসল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শেখার উত্তম উপায়। ❀ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় উপস্থিতির বরকতে সৎসঙ্গ সহজলভ্য হয়। ❀ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে কোরআনে করীম পাঠ করার ও শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ❀ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে ইলমে দ্বীনের দৌলত নসীব হয়। ❀ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়। ❀ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের প্রেরণা নসীব হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে থেকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় কোরআনে করীম শিখতে আসে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করে তখন

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাদের মাঝে মাদানী রঙ সাজ্জিত হয়ে যায়। আসুন! এর একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই:

কু-দৃষ্টির অভ্যাস থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি সিনেমা নাটক দেখতাম গান বাজনা শুনতাম এবং কুদৃষ্টির অভ্যাস ছিলো আর নিয়মিত নামাযেরও মানসিকতা ছিলো না। ঘটনাক্রমে একবার আমার সাক্ষাৎ সাদা পোষাক পরিহিত সবুজ পাগড়ী সজ্জিত একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হলো, তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলো, আমিও দাওয়াত গ্রহণ করে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়তে শুরু করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা আমার অভ্যাসে পরিনত হলো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও হয়ে গেলাম। নামায এবং মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখন আমি সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি গুনাহ ছেড়ে দিয়েছি এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নামাযী বানানোর চেষ্টা করছি।

আগর সুন্নাতঁ সিখনে কা হে জযবা, তুম আ'জাও দেগা সিখা মাদানী মাহোল।
বুড়ে সোহবতোঁ চে কানারা কাশী করকে, আচ্ছোঁ কে পাস আ'কে পা মাদানী মাহোল।
সনওয়ার জায়ে গী আখিরাত اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ , তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল।
গর আয়ে শরাবী মিঠে হার খারাবী, ছড়ায়ে গা এ্যয়সা নাশা মাদানী মাহোল।
দোয়া হে ইয়ে তুঝ চে দিল এ্যয়সা লাগা দেয়, না ছুটে কাভী ভি খোদা মাদানী মাহোল।
গুনাহগারো আ'ও সীয়াকারো আ'ও, গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬-৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অসৎসঙ্গে বড়রা লিপ্ত হোক বা ছোটরা, তাতে তাদের ক্ষতি অবশ্যই হবে, কিন্তু বড়দের তুলনায় ছোটদের জন্য অসৎসঙ্গ খুবই বিপদজনক। কেননা, তারা এই ছোট বয়সে ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে না, যদি শিশুকাল থেকেই তাদের মাদানী প্রশিক্ষণ করা না হয়, তবে তারা বড় হয়ে

www.dawateislami.net

ভবঘুরে, বদ-মেজাজী, সূদখোর, ঘুষখোর, বদ মাযহাবী, বেনামাযী, জুয়াড়ী, মদ্যপায়ী, নিলজ্জ, ফ্যাশন পূজারী, সিনেমা নাটকের প্রেমিক, মাতাপিতার অবাধ্য এবং জানি না কিরূপ অসৎ চরিত্রের অধিকারী হয়ে যায় এবং পিতামাতা ও বংশের বদনাম করে। সুতরাং পিতামাতার উচিৎ, তারা যেন তাদের সন্তানদের উন্নত শিক্ষার পাশাপাশি মাদানী প্রশিক্ষণের জন্যও সময় বের করে এবং কখনো কখনো তাদের সৎসঙ্গের উপকারীতা এবং অসৎ বন্ধুর সংস্পর্শের ক্ষতি বর্ণনা করে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত সাজাতে এবং তাদের সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি বানাতে নিজের দায়িত্ব পালন করে। যেমনটি একজন বুদ্ধিমান পিতা যখন নিজের সন্তানের অসৎ সংস্পর্শে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানতে পারে তখন তিনি অমনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে তাকে কিভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা শুনুন এবং নসীহতের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে আমল করার চেষ্টাও করুন।

অসৎ সঙ্গের প্রভাব

সৎ পরিবারের এক মাদানী মুন্না খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শে চলাফেরা করতে লাগলো। তার পিতা যখন এই ব্যাপারে জানতে পারলো তখন তিনি তাকে বুঝালেন যে, অসৎ বন্ধুদের সহচর্য তোমাকে যেন অসৎ বানিয়ে না দেয়। সে এটা বলে এড়িয়ে (Avoid) গেলো যে, আব্বু! আপনি চিন্তা করবেন না, আমি তাদের মতো হবো না। সম্মানিত পিতা তার ছেলেকে প্র্যাকটিকেল ভাবে বুঝানোর ইচ্ছা করলেন এবং একদিন ঘরে অনেক আলু বোখারা (Prunes) নিয়ে আসলেন, সেখান থেকে কিছু আলু বোখারা ঘরের সদস্যরা খেয়ে নিলো, যখন অবশিষ্ট আলু বোখারা সংরক্ষন করতে চাইলো তখন ছেলে বললো: আব্বু! এতে একটি পচাঁ আলু বোখারা ও রয়েছে, সেটা ফেলে দিন, পিতা বললেন: এখন থাক, কাল দেখা যাবে। পরের দিন যখন বাপ ছেলে আলু বোখারা দেখলেন তখন পচাঁ আলু বোখারার পাশেরগুলোও নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এখন পিতা ছেলেকে বুঝালেন: দেখেছো পুত্র! সংস্পর্শের কতইনা প্রভাব হয়ে থাকে! একটি পচাঁ আলু বোখারার সংস্পর্শে থাকা অন্যান্য ভাল আলু বোখারা গুলোকেও নষ্ট করে দিলো! মাদানী মুন্নার বুঝে আসলো এবং সে অসৎ বন্ধুদের সংস্পর্শে চলাফেরা করা থেকে তাওবা করলো। (দুধ পানকারী মাদানী মুন্না, ৩১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! একজন বুদ্ধিমান পিতা তার মাদানী মুন্নাকে অসৎ সহচর্য থেকে ফিরানোর কিরূপ সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করলেন যে, তিনি একটি ছোট্ট শিশুর মানসিকতা অনুযায়ী সাধারণ একটি উদাহরণের মাধ্যমে সেই অসৎ সংস্পর্শের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন পুত্রও সহজভাবে পিতার কথা বুঝে তা গ্রহণ করে নিলো, যেভাবে সেই পঁচা আলু বোখারার মাঝে থেকে ভাল আলু বোখারাও নষ্ট হয়ে গেলো, তেমনি এমন যেন না হয় যে, অসৎ বন্ধুদের সংস্পর্শের অমঙ্গলে আমিও তাদের মতো হয়ে যাবো! চিন্তা করুন যে, একদিকে তো এমন সৌভাগ্যবান মাতাপিতার সুন্দর চরিত্র আমাদের সামনে আর অপরদিকে আমাদের সমাজে এমন নির্বোধও রয়েছে, যে নিজের সন্তানদের সৎ সংস্পর্শে থাকার উৎসাহ দেয়া তো দূরের কথা, সৎ সংস্পর্শে বসতেও বাঁধা প্রদান করে থাকে, অতঃপর অনেক সময় এই সন্তান যখন অসৎ সংস্পর্শের শিকার হয়ে বিগড়ে যায়, তখন পিতামাতা নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে থাকে কিন্তু **"এখন অনুতাপ করে কি লাভ, যখন পাখি খেয়ে গেলো ক্ষেত"**। অতঃপর লাখো চেষ্টা করার পরও এমন সন্তান আর সৎ পথে ফিরে আসে না।

মাদানী কাফেলা থেকে বাঁধা প্রদানের ক্ষতি

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর ৪৬ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: মদীনাতুল আওলিয়া আহমদাবাদ শরীফ (ভারত) এর এক আশিকে রাসূল এক যুবকের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য রাজী করলো, কিন্তু তার পিতা পার্থিব শিক্ষা লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে পরকালীন শিক্ষা লাভের সফরে যেতে বাধা দিলো। বেচারা আশিকানে রাসুলের সঙ্গ পেয়েও বঞ্চিত হয়ে গেলো, ফলে অসৎ বন্ধুদের ফাঁদে আটকে পড়লো এবং মদ্যপায়ী হয়ে গেলো। অতঃপর তার পিতা নিজের ভুল বুঝতে পারলো, সে ঐ আশিকে রাসূলের নিকট অনুরোধ করলো, একে কাফেলায় নিয়ে যাও, যেন তার মদপানের অভ্যাস দূর হয়ে যায়। ঐ যুবকের প্রতি পুণরায় ইনফিরাদী কৌশিশ করা হলো কিন্তু যেহেতু সে সীমা

www.dawateislami.net

ছাড়িয়ে গিয়েছিলো তাই কোন অবস্থাতেই মাদানী কাফেলায় সফরে যেতে রাজী হলো না।

এমনিভাবে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে তাঁর বড় বোন বলেছেন: এক ইসলামী বোন কেঁদে কেঁদে দোয়ার জন্য বলেছে যে, আমার ছেলের সংশোধনের জন্য দোয়া করুন। হায়! হায়! আমি নিজেই তাকে নষ্ট করে দিয়েছি, তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় হিফয বিভাগে ভর্তি তো করে দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু বেচারা যেসব সুন্নাত শিখে আসতো তা ঘরে বর্ণনা করতো, তখন তা নিয়ে আমরা হাসি ঠাট্টা করতাম। অবশেষে তার মন ভেঙ্গে গেলো এবং সে মাদরাসাতুল মদীনায় যাওয়া ছেড়ে দিলো। এখন অসৎ বন্ধুদের সংস্পর্শে পড়ে ভবঘুরে হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলাম, এখন আমি খুবই অনুশোচনা করছি, হায়! এখন আমার কি হবে!

صحبتِ صالِح تُرا صالح کُنند صحبتِ طالح تُرا طالح کُنند

(অর্থাৎ সৎসঙ্গ তোমাকে সৎ বানিয়ে দিবে আর অসৎ সঙ্গ তোমাকে অসৎ বানিয়ে দিবে)

"আচ্চি মাহোল কি বরকতেঁ" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যেসব পিতামাতা নিজের সন্তানদের সৎ সংস্পর্শের বরকত থেকে বঞ্চিত রাখে, তাদের কৃতকর্মের প্রতি কিরূপ অনুতাপ ও নিন্দার সম্মূখীন হতে হয়, যদি পিতামাতা নিজেকে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রাখে এবং নিজের সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণ দেয় তবে এই সন্তান শুধু দুনিয়াতে তার চোখের শীতলতা হবে না বরং আখিরাতের মুক্তির মাধ্যমও হতে পারে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা সৎসঙ্গের উপকারীতাকে প্রসার করতে এবং অসৎসঙ্গের ভয়াবহতা থেকে উম্মতকে বাঁচাতে ৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"আচ্ছি মাহোল কি বরকতেঁ"** নামক কিতাব প্রকাশ করেছে। এই কিতাবে আয়াতে কোরআনী ও হাদীসে মাহবুবী এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণীর আলোকে সৎ ও অসৎ পরিবেশের পরিচিতি, সৎ পরিবেশের উপকারীতা ও অসৎ পরিবেশের ক্ষতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই কিতাবটি উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং অপরকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট

www.dawateislami.net

www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তিলকে যদি গোলাপ ফুলের সাথে রেখে দেয়া হয় তবে এর সংস্পর্শে থেকে তাও গোলাপী হয়ে যায়, এমনিভাবে সৎ লোকের সংস্পর্শে চলাফেরাকারীও দিনদিন তার রঙে রঙিন হতে থাকে। যে সৌভাগ্যবান লোক খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার অশেষ দৌলতে মালামাল, সাহাবা ও আহলে বাইতদের ভালবাসার দৌলত দ্বারা ধন্য, আপাদমস্তক সুন্নাতের চলন্ত উদাহরণ, যার সংস্পর্শের বরকতে আমলের প্রেরণা নসীব হয়, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং আখিরাতের চিন্তা নসীব হয় তবে এমন লোকের ফয়য প্রাপ্তরা কিভাবে বরকত থেকে বঞ্চিত হতে পারে?

হযরত সায়্যিদুনা মুসলেহ উদ্দিন সা'দী শীরাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সৎসঙ্গের গুরুত্বকে খুবই সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেন, যেমনটি তিনি **গুলিস্তানে সা'দীতে** বলেন, যার অনুবাদ এরূপ: অর্থাৎ একদিন সুগন্ধী মাটি গোসলখানায় আমার এক বন্ধুর হাত থেকে পাই, আমি সেই মাটিকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তুমি কি মুশক না কি আম্বর! তোমার মনমুগ্ধকর ঘ্রাণ আমাকে আত্মহারা করে দিলো, (একথা শুনে মাটি বললো) আমি তো নিকৃষ্ট (অর্থাৎ নগন্য) মাটি ছিলাম, কিন্তু কিছু সময় আমি ফুলের সংস্পর্শে ছিলাম, ব্যস সংস্পর্শের সৌন্দর্য্য আমার প্রতি প্রভাব বিস্তার করেছে (যে, আমিও সুগন্ধিময় হয়ে গেছি) নয়তো আমি তে সেই মাটিই যা পূর্বে ছিলাম।

(গুলিস্তানে সা'দী, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

সৎ সঙ্গের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবেই সম্ভব নেককার লোকের সঙ্গ অবলম্বন করুন। কেননা, সৎদের সঙ্গ মানুষ তো মানুষ, যদি কোন পশুরও নসীব হয়ে যায় তবে তা আর সাধারণ পশু থাকে না বরং তাঁর সঙ্গ ও সম্পর্কের বরকতে এর শান ও শওকত এবং গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়, যেমনটি আসহাবে কাহাফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن দের কুকুরকেই ধরে নিন, যে প্রথমে একটি সাধারণ কুকুর ছিলো, কিন্তু যখন তার আসহাবে কাহাফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن দের সাথে প্রেম ও ভালবাসা হয়ে

গিয়েছিলো তখন সেও সেই **আল্লাহ্** ওয়ালাদের ভালবাসায় তাদের সাথী, সফর সাথী এবং নিরাপত্তা রক্ষী হয়ে গেলো, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর সংস্পর্শের বরকত নসীব হতেই তার ভাগ্যই সুপ্রসন্ন হয়ে গেলো এবং তার মর্যাদা ও স্থান এতোই উচ্চ হয়ে গেলো যে, **রব্বে যুল জালাল** নিজের পবিত্র বাণী কোরআনে করীমে **তাঁর** প্রিয় বান্দাদের অর্থাৎ আসহাবে কাহাফদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সাথেই এরও আলোচনা করেছেন, যেমনটি ১৫তম পারার সূরা কাহাফের ১৮ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ

(পারা: ১৫, সূরা: কাহাফ, আয়াত: ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের কুকুর আপন সম্মুখের পা দু'টি প্রসারিত করে আছে গুহাদ্বারে চৌকাঠের উপর।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন নেক বান্দা এবং আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সংস্পর্শে থাকার বরকতে একটি কুকুর এতোই উচ্চ মর্যাদা পেয়ে যায় যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** এর বরকতময় আলোচনা কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন, তবে সেই মুসলমান সম্পর্কে আপনাদের কি অভিমত, যে আউলিয়ায়ে কিরাম এবং নেক বান্দাদের ভালবাসে ও তাদের সংস্পর্শে থেকে ফয়য গ্রহণ করেছে বরং এই আয়াতে সেই মুসলমানদের জন্য সান্তনা রয়েছে, যারা কোন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ট নয়। (তাফসীরে কুরতুবী, ১৫ পারা, আল কাহাফ, ১৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ১০ম অংশ, ৫/২৬৯) অর্থাৎ তাদের জন্য সান্তনা যে, তারা নিজেদের এই ভালবাসা ও ভক্তির কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে সফল হবেই। (সীরাতুল জিনান, ১৫ পারা, আল কাহাফ, ১৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৫৫০)

মাদানী চ্যানেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মানুষ হোক বা পশু, সৎ সঙ্গ থেকে ফয়য প্রাপ্ত কেউ বঞ্চিত থাকে না বরং **রব তায়ালা**র বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ হয়ে থাকে আর তার তরী পার হয়ে যায়। এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে সৎসঙ্গ লাভের একটি মাধ্যম হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী পরিবেশে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে এসে অনেক পথহারা লোকের সংশোধনের মাধ্যম হয়েছে এবং তাওবা করার পর এই মাদানী উদ্দেশ্যের অধীনে

www.dawateislami.net

নিজের জীবনকে অতিবাহিত করছে যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" সুতরাং আমরা সবাই এই মাদানী উদ্দেশ্যের উপর আমল করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা দুনিয়ায় দ্বীনের খেদমতে ১০৪টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করাতে সদা প্রস্তুত, এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী চ্যানেল"**। বর্তমান সময়ে মিডিয়া মানসিকতা পরিবর্তন এবং চরিত্র গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারের কাজ করছে, অনেক লোক এর ভূল ব্যবহার (Miss use) করছে, যার কারণে বিশেষকরে যুবক শ্রেণী এর মন্দ প্রভাব ও মন্দ ধ্যান ধারণার আবর্তে এসে যাচ্ছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরা খুবই করুণ ভাবে উপলব্ধি করলেন যে, মুসলমানদের ঘর থেকে **T.V** রেব করে দেয়া প্রায় অসম্ভব, ব্যস একটিই উপায় সামনে এলো এবং তা হলো যে, যখন নদীতে প্লাবন আসে তখন এর স্রোতকে ক্ষেতের দিকে করে দেয়া হয়, যেন ক্ষেতও পানিতে ভরে যায় আর বাসস্থানও ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়, ঠিক সেইভাবে যেন টেলিভিশনের মাধ্যমে মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করে তাদের অলসতার ঘুম ভাঙ্গানো যায়। যখন এই বিভাগটি সম্পর্কে যাচাই বাচাই করা হয় তখন জানা গেলো যে, একমাত্র নিজস্ব টিভি চ্যানেলের মাধ্যমেই সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা, সঙ্গীতের সূর এবং মহিলার প্রদর্শনী থেকে বিরত থেকে ১০০ ভাগ ইসলামী জ্ঞান প্রসার করা সম্ভব। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরা খুবই সংগ্রাম করে ১৪২৯ হিজরীর রমযানুল মুবারক ২০০৮ সালে **মাদানী চ্যানেলে**র মাধ্যমে ঘরে ঘরে সুন্নাতের বার্তা পৌঁছানো শুরু করে দেয় এবং দেখতে দেখতেই এর আশ্চার্যজনক সুফল আসতে থাকে।

মাদানী চ্যানেল কি মুহম হে নফস ও শয়তান কে খেলাফ, জু ভি দেখেগা করোগা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **এতেরাফ।**
নফসে আম্মারা পে দরব এ্যয়সী লাগেগী জোরদার, শরমে ইছইয়াঁ কে সবব হোগা গুনাহগার আশকবার।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও আপনার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধ-বান্ধবকে **মাদানী চ্যানেল** দেখার উৎসাহ প্রদান করুন, গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখা থেকে নিজেও বিরত থাকুন এবং অপরকেও বিরত রাখুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **মাদানী চ্যানেলে** সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন গুনাহকে চিহ্নিত করা হয়, যা দুনিয়াবী ক্ষতির পাশাপাশি কিয়ামতের দিনও অপমান ও অপদস্থতার কারণ হবে। আমরাও নিয়্যত করি যে, আজকের পর গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখবো না এবং গুনাহের নিকটেও যাবো না বরং বিশুদ্ধভাবে **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য অধিকহারে নেকী করবো।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে আমাদের নিয়্যতের উপর দৃঢ়তার সহিত আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

- ❖ অসৎ সঙ্গ অবলম্বনকারী সমাজে শিক্ষনীয় নিদর্শন হয়ে যায়।
- ❖ অসৎ সঙ্গ অবলম্বনকারী সর্বদা ক্ষতির সম্মূখীন হয়।
- ❖ বদ মাযহাবীদের সঙ্গ ঈমানের জন্য প্রাণ নাশক বিষ সমতুল্য।
- ❖ আর সৎসঙ্গ হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতি,
- ❖ পিতামাতার দায়িত্ব হচ্ছে যে, সন্তানকে সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করে দেয়া।
- ❖ অসৎ সঙ্গ থেকে বিরত থাকার জন্য এর ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করা।
- ❖ নেককার লোকদের বরকতে মানুষ তো মানুষই পশুরাও বঞ্চিত হয় না।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নেক বান্দাদের সদকায় আমাদেরও সৎসঙ্গ নসীব করুক এবং অসৎসঙ্গ থেকে বিরত থেকে অপরকেও বাঁচানের সৌভাগ্য নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

❀ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। ❀ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন। ❀ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা থেকে সর্বোচ্চ ভাবে সতর্ক থাকুন। ❀ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি জনাব বলে সম্বোধন করার অভ্যাস করুন। আপনার চরিত্রও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উত্তম হবে এবং বাচ্চারাও ভদ্রতা শিখবে। ❀ কথাবার্তা বলার সময় লজ্জাস্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, থুথু ফেলতে থাকা, ভাল অভ্যাস নয়। ❀ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা তাছাড়া কথাবার্তা বলার সময় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, অট্টহাসি দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমানিত নয়। ❀ কথা বলার সময় সর্বদা মনে রাখবেন যে, বেশী কথা বললে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। ❀ কারো সাথে যখন কথাবার্তা বলা হয় তখন কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। ❀ খারাপ কথাবার্তা ও অশ্লীল আলাপ করা থেকে সর্বদা বিরত থাকুন, গালি গালাজ করা থেকে সতর্ক থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) এবং অশ্লীল আলাপকারীর জন্য জান্নাত হারাম। **হুযুর তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল আলাপ চারিতার মাধ্যমে কাজ আদায় করে।

(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/২০৪, হাদীস: ৩২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি

www.dawateislami.net

সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝকো জযবা দেয় সফর করতা রাহোঁ পরওয়ারদিগার, সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বারবার।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net